নজরুলের সৃষ্টির বিশ্বময়তা

আসাদুল হক

লেখক ও নজরুল ওয়েব-সাইট গবেষক
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক

Courtesy: Daily Ittefaq [October 14, 2005]
http://www.ittefaq.com/news.php?id=131774&sys=1

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক যুক্তরাষ্ট্রের আপার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। ১৯৯৯ সালে তিনি নিজের উদ্যোগে Nazrul.org নামক একটি ওয়েবসাইট শুরু করেন। প্রায় ছ'বৎসরকাল নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি দাবি করেন ৬৫ হাজারেরও অধিক ভিজিটর তার এই ওয়েব সাইট পরিদর্শন করেছেন এবং নজরুল সম্পর্কে মূল্যবান মতামত, তথ্য দিয়ে ওয়েবসাইটি সমৃদ্ধ করেছেন। এ সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। তিনি আরো বলেন, এই সময়কালের মধ্যে বিদ্রোহী কবির Cyber home সম্পর্কে দেশে এবং বিদেশে কৌতূহল বাড়ছে, এখন অনেকেই এ সম্পর্কে জানেন, নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন।

ওয়েবসাইটের এই নজরুল গবেষকের কথা আমি প্রথম জানতে পারি ড. রফিকুল ইসলামের কাছে। গত আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ড. ফারুক ঢাকা এলে আমার সাথে যোগাযোগ হয়। গত ১৫-০৮-০৫ সন্ধ্যায় তিনি আমার বাসায় দেখা করেন। তার নজরুল নিয়ে উৎসাহ এবং নজরুল নিয়ে গবেষণার কথা তার মুখে শুনে আমি খুবই আনন্দিত হই। আমার দিক থেকে আমার জানা তথ্যাদি তাকে জানাই। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনতে থাকেন। আমাদের একান্ত আলোচনা প্রায় দু'ঘন্টা স্থায়ী হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে তিনি আমাদের আলোচনাকে একটি প্রবন্ধাকারে তার ঢাকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে লিখে ই-মেল করে পাঠিয়েছেন। আমি মনে করি উপমহাদেশের সকল নজরুল গবেষক এবং নজরুল শিল্পীদের বিষয়গুলো জানা দরকার তাই প্রবন্ধটি হুবহু পত্রিকায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই।

ড. ফারুকের প্রবন্ধ, বাংলাদেশে নজরুল চর্চা ও বহির্বিশ্বে নজরুল পরিচিতি, কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়' নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

বাংলাদেশে নজরুল চর্চা ও বহির্বিশ্বে নজরুল পরিচিতিঃ
কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

১৯৯৯ সালে Nazrul.org নামক ওয়েবসাইট-এর যাত্রা শুরু থেকে প্রায় ছ' বছরের মধ্যে বিদ্রোহী কবির এই cyber home সম্পর্কে দেশে বিদেশে এখন অনেকেই জানেন। বিশ্বের দরবারে নজরুলকে পরিচিত করানোর ব্যাপারে আমাদের ইতিবাচক আগ্রহের ক্ষেত্রে এটি একটি পরিপূরক প্রয়াস। বহির্বিশ্বে নজরুলকে পরিচিত করানোর জন্য ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেটের মাধ্যমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সে প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা অন্য একটি লেখার জন্য স্থগিত রাখছি। বহির্বিশ্বে নজরুলকে তুলে ধরতে ওয়েবসাইট-সহ আরো সবরকম পরিপূরক মাধ্যমের সাফল্যের সাথে বাংলাদেশে নজরুল চর্চার সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করতে চাই।

যারা ইন্টারনেটের জগতে বিচরণ করেন তারা হয়ত ইতিমধ্যেই জানেন যে বাংলাভাষার প্রথম সারির কোন লেখক-সাহিত্যিকের ওপর কোন ফোকাস্‌ড্‌ ওয়েবসাইট নাই বললেই চলে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের ওপরেও বিক্ষিপ্তভাবে ইন্টারনেটে অনেক ওয়েব পেজ থাকলেও, তারই উদ্দেশ্যে এবং তার নামে নিবেদিত কোন ওয়েব সাইট খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। বিশ্বভারতীর যে ওয়েব সাইটটি পাওয়া যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথের লেখার বিশদ তালিকা পাওয়া যায়, কিন্তু তেমন কোন লেখা সেখানে নেই। নজরুলকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচিত করানোর জন্য ১৯৯৯ সালে নজরুলের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নজরুল ইনস্টিটিউট একটি ওয়েব সাইট করে। কিন্তু দুঃখজনক যে নজরুল সংক্রান্ত সামান্য কিছু বিষয় সেখানে সংযোজন করার পর এটার ওপর একেবারেই আর কোন কাজ হয়নি। এ প্রেক্ষাপটেই আমাদের জাতীয় ও সার্বজনীনভাবে বিদ্রোহী কবিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে Nazrul.org-এর মত একটি ওয়েব সাইটের অস্তিত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে যেহেতু এ সাইটটিতে নজরুল সম্পর্কে নিছক তথ্য বা তালিকা নয়, বরং নজরুলের লেখনী ও নজরুল সংক্রান্ত গবেষণা সংযোজিত করা হচ্ছে, গুণগত দিক থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই নিরুপণেয়। আমি যখন এই কাজে হাত দিই, আমার মুখ্য লক্ষ্য ছিল নজরুলের কাজ যা কিছু অনুবাদ হয়েছে, তা যথাশীঘ্র সংগ্রহ করা ও সাইটে সংযোজন করা। কিন্তু সূদুর প্রবাস থেকে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বোধোদয় হলো যে আমাকেও কিছু কিছু অনুবাদ করতে হবে, যদিও আমি সাহিত্যিকও নই এবং মানোত্তীর্ণ অনুবাদের মত ইংরেজির ওপর দক্ষতাও হয়ত আমার নেই। তবু আমি কিছু অনুবাদের কাজ করে যাই, অন্যদের অনুবাদের কাজ গুলো সংগ্রহ করার প্রয়াসের সমান্তরালে। ২০০০ সালের শেষের দিকে সাইটটির সংগ্রহের কাজ আরও ভালোভাবে চলতে থাকে, নজরুল অনুরাগী এবং গবেষকদের সাথে ধীরে ধীরে যোগাযোগের মাধ্যমে। ওয়েব সাইটটিতে নজরুলের আরও কাজ যোগ করার জন্য বাংলাদেশে এবং ভারতে (বিশেষ করে, পশ্চিম বাংলায়) নজরুল গবেষকদের সাথে যোগাযোগ করা ছিল অপরিহার্য। কারণ, তাদের লেখা ও অনুবাদ-কর্মের পরিসর বাড়া এবং তাদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাইটটির সম্প্রসারণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সেক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে যোগাযোগের ব্যাপারে আমি এখন পুরোপুরিই কম্পিউটার/ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। আমার নিজের লেখালেখির জন্যও আমি কাগজ-কলম অনেক আগেই ছেড়েছি এবং কলমের পরিবর্তে কিবোর্ড ধরেছি। অথচ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে নজরুল গবেষণায় নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট এখনও খুব কার্যকরী

নয়, কারণ বেশির ভাগ নজরুল গবেষকই প্রবীণ, এবং ইন্টারনেটের সাথে তাদের সংযোগ নগণ্যই বলতে হবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে হঠাৎ করে টেলিফোনে কল করে পরিচয় করে, এই নজরুল প্রকল্পটির পরিচিতি দেয়া ও তাদেরকে বোঝানো সহজসাধ্য কাজ নয়।

প্রথমে কিছু নজরুল গবেষকদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, শেষে ভাবলাম নজরুল ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করি। হয়ত তাদের মাধ্যমে ব্যক্তি গবেষকদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। দেখা গেল যে আমার ধারণা বা প্রত্যাশা আদৌ সঠিক ছিল না। ২০০০ সালে ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালকের সাথে প্রথমে টেলিফোনে, পরে ফ্যাক্সের মাধ্যমে যোগাযোগ করি। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করার পর স্মরণ হলো সেই প্রবাদের কথাঃ ''এক হাতে তালি বাজে না।'' এ ধরণের যোগাযোগও এক পক্ষের উৎসাহে হয় না। আবার আমি নিজেই ধীরে ধীরে স্বহস্তে অনুবাদের কাজের দিকে মনোযোগ দিতে থাকি, বিশেষ করে নজরুলের কিছু কিছু প্রবন্ধ, চিঠি, ভাষণ, প্রভৃতি।

তারপর এলো ২০০২ সালে সপরিবারে বাংলাদেশে ভ্রমনের সুযোগ। প্রস্তুত হলাম এই সপরিবার ভ্রমনের সাথে সাথে নজরুল প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশে যোগাযোগের পরিসরটা যথাযথভাবে বাড়ানোর জন্য। আবারও একটা ভূল হয়ে গেল। ব্যক্তি পর্যায়ে গবেষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার প্রয়াসের পরিবর্তে ভাবলাম নজরুল ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করি। তাদের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্যদের সাথে হয়ত যোগাযোগ করতে পারব। আরও আশান্বিত হলাম জেনে যে সেখানে নতুন নির্বাহী পরিচালক এসেছেন, যিনি নিজেও একজন নজরুল বিশারদ হিসেবে পরিচিত। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দেশে আসার আগেই টেলিফোনে ও ফ্যাক্সে তার সাথে যোগাযোগ করি। সেই যোগাযোগের ভিত্তিতে দেশে পৌছার পরদিনই তার সাথে আমি যোগাযোগ করি এবং তার দু-এক দিনের মধ্যেই ইন্সটিটিউটে গিয়ে ওনার অফিসে দেখা, পরিচয় ও মত-বিনিময় হলো। ওনাকে এ কাজটির ব্যাপারে মোটামুটি উৎসাহীই মনে হলো। এমনকি তিনি ইন্সটিটিউটে নজরুল গবেষক ও চর্চাকারীদের নিয়ে একটা সমাবেশ করার প্রস্তাবনা রাখলেন, যেখানে নজরুলকে নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা ও প্রকল্প সম্পর্কে বক্তব্য রাখার সুযোগ হবে। তবে তার আগে তিনি নজরুল ওয়েব সাইটটি নিজে দেখতে চাইলেন। সমস্যা হলো যে তার অফিসে কোন কম্পিউটার নেই। আর ইন্সটিটিউট থেকেও ইন্টারনেটের সংযোগ নেই। বললাম তাতে কোন অসুবিধে নেই। হয় অনুগ্রহ করে আমার বাসায় আসুন অথবা ওনার সুবিধামত ইন্টারনেট সংযোগ আছে এমন কোন স্থানে আমরা মিলিত হতে পারি। তাহলে আমি নিজেই একটা cyber tour দিয়ে দিতে পারব। এক কাপ চা ও আনুসংগিক আপ্যায়ন শেষে উনি জানালেন যে এ ব্যাপারে ওনার অফিস থেকে খুব শীঘ্রই যোগাযোগ করা হবে আমার সাথে। ফিরে এলাম কিছুটা তৃপ্তি ও প্রত্যাশার সাথে - যাহোক বেশ একটা অগ্রগতি হলো বা হবার পথে।

আমার এক মাসের সফরের প্রথম সপ্তাহ পার হলো। দ্বিতীয় সপ্তাহও পার হলো। তৃতীয় সপ্তাহে যোগাযোগ করেও ওনাকে পেলাম না। সবশেষে ওনার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ হলো ওনার বাসায়, আমার প্রত্যাবর্তনের আগের রাতে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো? উনি জানালেন সরকারী দায়িত্বের বিভিন্ন ব্যস্ততার কথা।

কিসের প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা! এক মাসে ওয়েব সাইটটি দেখার জন্য সময় করতে পারলেন না। কে জানে, হয়ত আসলেই সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে নানাবিধ ব্যস্ততায় সময় করে উঠতে পারেননি। আমেরিকায় ফিরে এলাম। ওয়েব সাইটটির কাজ আপন গতিতে এগিয়ে চললো।

ধীরে ধীরে 'সেতুবন্ধন' নামক ই-ফোরাম (http://groups.yahoo.com/group/shetubondhon), যেটার আমি একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ১৯৯৯ সাল থেকে, তার মাধ্যমে আরো দুয়েক জন নিবেদিত নজরুল গবেষকের সাথে পরিচয় ও যোগাযোগ হলো। নজরুল ওয়েব সাইটের

কাজে সেতুবন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ ওটার মডারেটর হিসেবে ভূমিকা ছাড়াও ঐ ফোরামে আমি নিয়মিত লিখে এসেছি, এবং নজরুল সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা সেখানেই হতো। ২০০৪ সালে নজরুলের জন্য নিবেদিত একটি ইলেক্ট্রনিক ফোরামের যাত্রা শুরু হয় নজরুল সাইটের উদ্যোগে, যার মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ার নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এই ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্কের সূত্র ধরেই যোগাযোগ হচ্ছে বাংলাদেশে, ভারতে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা নজরুল অনুরাগী ও বিশেষজ্ঞদের সাথে। সেই সুবাদেই কয়েক মাস আগে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় অন্যতম নজরুল বিশারদ ও নেতৃস্থানীয় গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সাথে। তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ নজরুল জীবনীর রচয়িতা।

তার সাথে যোগাযোগ হওয়াটা নজরুল ওয়েব সাইটের কাজের জন্য ছিল অত্যন্ত সহায়ক। শুরু থেকেই তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে নজরুলকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করানোর ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রয়াসকে স্বাগত জানান এবং সাইটটি দেখার পর নিজে থেকেই আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ ও রসদ যোগাতে থাকেন।

তারপর গত আগষ্ট মাসে (২০০৫) হঠাৎ করেই দশ দিনের জন্য বাংলাদেশে যাবার সুযোগ আসে। আসলে গত এপ্রিল মাসে আমার আম্মা ইন্তেকাল করেন এবং সে সময় আমি দেশে আসতে পারিনি। মনটা খুবই অশান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই গত আগষ্ট মাসে যাবার সুযোগটা ছিল ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুবই মূল্যবান। যেহেতু আমি একাই যাচ্ছিলাম এ সফরে, ভাবলাম আবার হয়ত বছর দুয়েকের মধ্যে যাওয়া হবে না। তাই অল্প সময়ের পরিসরে হলেও নজরুল সংক্রান্ত কিছু যোগাযোগ যদি হয় তাহলে বেশ ভালই হবে। সে প্রসঙ্গেই প্রফেসর রফিকুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করে আমার আসন্ন সফরের কথা জানাতেই, উনি সাগ্রহে প্রস্তাবনা রাখলেন যে ওনার ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস্ বাংলাদেশ (ULAB)-তে একটা ছোটখাট সমাবেশের আয়োজন করবেন বাংলাদেশে যারা সিরিয়াস নজরুল গবেষক, শিল্পী ও সাধক আছেন তাদেরকে নিয়ে। একটা দিনও নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল। যথেষ্ঠ আশান্বিত হয়েও আমার অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের প্রত্যাশাকে বেশ কিছুটা সীমিত করেই দেশে গেলাম।

যাবার দুদিন পরই ছিল এই সমাবেশটি। প্রোগ্রামের আগেই জানলাম যে বাংলাদেশের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রফেসর ইসলামের পাঠানো প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রোগ্রামে পৌছে প্রথমে প্রফেসর ইসলামের সাথে পরিচয় হলো। তারপর একে একে আমন্ত্রিতদের সমবেত হতে হতে দেখা গেল, প্রোগ্রামটি মাত্র কয়েক দিনের নোটিশে এবং সীমিত পরিসরে হলেও, তা হয়ে দাড়ালো আমার আশাতীত। বুঝলাম যে বাংলাদেশে আসলেই নজরুল নিয়ে সিরিয়াস গবেষক, বিশারদ, শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা বহির্বিশ্বে নজরুলকে গর্বের সাথে পরিচিত করানোর ব্যাপারে গভীর এবং আন্তরিক আগ্রহ পোষণ করেন। সে সমাবেশে প্রফেসর ইসলামের আমন্ত্রণে এসেছিলেন নজরুল ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক কবি মোহাম্মদ নূরুল হুদা, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ, ULAB-র বাণিজ্য অনুষদের ডীন ডঃ সালাহউদ্দীন আহমেদ, প্রফেসর ইসলামের অধীনে ডক্টরেট বা অন্য পর্যায়ে একাডেমিক গবেষণায় রত পাঁচ-ছয় জন শিক্ষার্থী এবং ULAB-এর আরও কয়েকজন অধ্যাপক/অধ্যাপিকা। নজরুল সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুপরিচিত খায়রুল আনাম শাকিল, ফেরদৌস আরা, লীনা তাপসী খান, বুলবুল মহলানবীশ এবং আরও কয়েকজন। বৃহত্তর নজরুল পরিবারের সূবর্ণ কাজীও ছিলেন সেখানে, যার সাথে যোগাযোগ আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নজরুল ই-ফোরামের মাধ্যমে - এই প্রথম দেখা হলো। এছাড়া সেখানে পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে কিছু রিপোর্টার এবং নজরুল ফোরামের মাধ্যমে খবর পেয়ে আসা কয়েকজন অতিথি। আরও কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি - ডঃ করুণাময় গোস্বামী, আসাদুল হক - বিভিন্ন অনিবার্য কারণে আসতে পারেননি।

পরবর্তীতে অবশ্য আরও কয়েকজনের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য হলেও বিশিষ্ট নজরুল গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ ও আসাদুল হক সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মতবিনিময়ের

সুযোগ হয়। দুজনার গবেষণা সম্ভার থেকে বেশ কয়েকটা মূল্যবান গ্রন্থ উপহার হিসেবে আমার হাতে এলো। এগুলো শুধু নজরুল সম্পর্কে আমার জানার জন্য কাজে আসা ছাড়াও, আরো ব্যাপকতর কাজে লাগতে পারে। যেমন, জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদের একটি বই থেকে মুল্যবান তথ্য পেলাম যা নজরুলকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে মূল্যবান ভুমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু সে বিষয়টি নিয়ে আলাদাভাবে লেখার ইচ্ছে রইল। আর নজরুল সংক্রান্ত অরিজিনাল বিভিন্ন গবেষণার রসদের এক অনন্য সংগ্রহকারী জনাব আসাদুল হক সাহেব তার যে গ্রন্থগুলো আমার হাতে তুলে দিলেন, সেগুলো সত্যিই নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। দৃষ্টান্তস্বরুপ, নজরুলের স্বহস্তে লেখা স্বম্বলিত অনুলিপির চিত্র সংগ্রহ ভিত্তিক তার রচিত ‘কার গানের তরী যায় ভেসে’ গ্রন্থটি পড়ার তৃপ্তিই আলাদা। আর এসব অরিজিনাল সংগ্রহের গবেষণা-সংশ্লিষ্ট মূল্য তো অপরিমেয়। এসব সাক্ষাৎগুলো আরও অন্যান্য গবেষক ও সাধকদের অবদান সম্পর্কে আমার জানার আগ্রহকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশেই এসব গবেষণার পাঠক কত তা বলতে পারছিনা, তবে দুঃখজনক, প্রবাসে তো এসব গবেষণা সম্পর্কে আমরা বাংলাভাষীরাই পরিচিত নই বললেই চলে। নজরুল ওয়েব সাইট হয়ত ভবিষ্যতে মাধ্যম হিসেবে এ ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই প্রথম বারের মত বাংলাদেশে নজরুল চর্চাকারীদের অনেকের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হওয়া এবং নজরুলকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার প্রকল্পকে পরিচিত করার সুযোগ হলো। এ ওয়েব সাইটে গত পাঁচ বছরে ৬৫ হাজারের অধিক ভিজিট হয়েছে তা সবাইকে আরো আগ্রহান্বিত করলো। সেখানে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মত বিনিময় হলো, যা এ প্রকল্পটির ভবিষ্যৎকে আরো উজ্জ্বল করবে।

আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমি তুলে ধরলাম যে নজরুলকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে হলে নজরুলের কাজের, বিশেষ করে ইংরেজী অনুবাদ, আরও ব্যাপকতর হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া ইন্টারনেট নির্ভরশীল আমাদের নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজণ্মের কাছে নজরুলকে পরিচিত করাতে হলে, নজরুল বিষয়ক বাংলা কাজগুলোও ইন্টারনেটে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এ প্রকল্প সুষ্ঠ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নজরুল গবেষক ও চর্চাকারীদের নেটওয়ার্কভূক্ত হওয়া দরকার। তাছাড়া এরকম নেটওয়ার্কের ব্যাপারে যারাই আগ্রহী, কোন না কোন ভাবে তাদেরকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। যে কোন নতুন প্রকাশিত কাজের একটি ইলেক্ট্রনিক (কম্পিউটার) ফাইল তারা যদি ওয়েব সাইটের জন্য পাঠিয়ে দেন, তাহলে ওয়েব সাইটে সে সব কাজের অন্তর্ভূক্তি অনেক সহজ হয়। এরকম আরও বেশ কিছু দিক আছে যা নিয়ে হয়ত আরেকটি লেখায় আরো বিশদ ভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে।

সেই সমাবেশে শিল্পী ফেরদৌস আরার সাথে সরাসরি পরিচয়ের পর আমন্ত্রণ পাওয়া গেল চ্যানেল আই-তে ওনার উপস্থাপিত মাসিক ‘সঞ্চিতা’ নামে প্রোগ্রামে একটি সাক্ষাৎকার দিতে। আগে যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু পত্রিকায় ওয়েব সাইটটি সম্পর্কে কিছু প্রতিবেদন এসেছে, এই প্রথম বারের মত টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে বৃহত্তর পর্যায়ে বহির্বিশ্বে নজরুলকে পরিচিত করানোর ইন্টারনেট ভিত্তিক এ উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করানোর সুযোগ হলো। তার পরপরই NTV এবং ATN চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করার পর খুব আগ্রহের সাথে তারা তাদের প্রাইম টাইম সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলো এবং বাংলাদেশে আমার মাত্র দশ দিন অবস্থান কালেই সেগুলোর সম্প্রচার হয়।

পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে নজরুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ খিলখিল কাজী (নজরুলের নাতনী) ও উমা কাজী (নজরুল পুত্র কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী)-র সাথে তাদের বাসায় সাক্ষাৎ হয়। তারপর অল্প অল্প সময়ের জন্য হলেও কয়েকজন বিশিষ্ট ও নিবেদিত প্রাণ নজরুল গবেষকদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময়ের সুযোগ হয়। এবারও নজরুল ইন্সটিটিউটের বর্তমান ও নতুন নির্বাহী পরিচালকের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময় হয়। দু’ বছর আগে যখন তিনি

নজরুল সাইট সম্পর্কে জানতে পারেন, তিনি সোৎসাহে ও উচ্ছসিত হয়ে একটি দৈনিকে ওয়েব সাইটটি সম্পর্কে একটি রিভিউ লেখেন। এই প্রথম বারের মত ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে সাধ্যমত সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস পেলাম। তবে সেই প্রাঙ্গণেই নজরুল যাদুঘরের অবস্থা দেখে বেশ মর্মাহত হতে হলো। তিনি দায়িত্বে থাকা অবস্থাতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং আশা করছি সে প্রচেষ্টা প্রবলভাবে অব্যাহত থাকবে।

বহির্বিশ্বে নজরুলকে পরিচিত করানোর যে কোন প্রকল্প যেহেতু বাংলাদেশে নজরুল চর্চার ওপর মুখ্যত নির্ভরশীল থাকবে, তাই আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে না বলে পারছি না। আমার গত ক' বছরের অভিজ্ঞতায় আমার ধারণা হয়েছে, বাংলাদেশে নজরুল চর্চাকারীদের সবাই হয়ত নজরুলের ব্যাপারে নিষ্ঠ বা আন্তরিক নন। সঠিক কি না জানিনা, তবে নজরুল সংক্রান্ত উচ্চ পদবীধারী এমন ব্যক্তিরাও নাকি আছেন, যারা আসলে নজরুল সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। এমন কি, নজরুলের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রাপ্তির ব্যাপারেও তাদের কারো কারোর মাঝে দ্বিধা বা ভিন্ন মত আছে। ব্যাপারটি যদি সত্য হয়, তবে এর নেপথ্য কপটতা খুবই দুঃখ জনক, কারণ এদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি নজরুল গবেষক বা বিশারদ হিসেবে সবিশেষ পরিচিত এবং বিভিন্ন নজরুল সংক্রান্ত সভা-সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে নিয়মিত আসন অলংকৃত করেন।

তবে আমার মনে হয় না যে নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে তারা আসলে সত্যিকার প্রতিবন্ধক। এই মূহুর্তে দুটো প্রতিবন্ধকতার কথা আমি বিশেষ করে ভাবছি। প্রথমতঃ বাংলাদেশে নজরুলকে নিয়ে যত বড় বড় আনুষ্ঠানিকতা করা হয়, সে তুলনায় পরিকল্পিত, নিবেদিত ও সুষ্ঠভাবে নজরুল চর্চার যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। যেমন, এ বছরই নজরুলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের ত্রিশালে যে বিশেষ ও ব্যাপক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়, তা নজরুল অনুরাগীদের উদ্দীপীত না করে পারে না। কিন্তু চ্যানেল আই-তে সে দিনের এক সংবাদ প্রতিবেদন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২৫শে মে-র বাংলাদেশ সময় সকাল ১১:২৯-এ নজরুল কবীর নিম্নলিখিত তথ্য পরিবেশন করেনঃ ''... নজরুলের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিশালের নজরুল একাডেমীর মাঠ প্রাঙ্গণে বসেছে বই মেলা ... তবে বই মেলায় নজরুল বিষয়ক কোন বই না থাকায় আগত দর্শকেরা অনেকে হতাশ হয়েছেন।''

বাঃ! নজরুল জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বইমেলা। তবে নজরুল বিষয়ক কোন বইয়ের অনুপস্থিতি! বিশ্বাস করা মুশকিল। তাই নয় কি? এ জাতীয় আনুষ্ঠানিকতা আমাদের এক ধরণের মিথ্যে অনুভূতি ও তুষ্টি দেয় যে আমরা তো নজরুলকে নিয়ে মেতেই আছি, অনেক কিছুই করছি। তাই উপযুক্ত নজরুল চর্চার জন্য নজরুলকে নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো আনুষ্ঠানিকতা ও মাতামাতির উর্দ্ধে আমাদের ওঠার চেষ্টা প্রয়োজন। প্রফেসর ইসলামের উদ্যোগে যে সমাবেশটি হয়, জানলাম বহির্বিশ্বে নজরুলকে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ ধরণের মতবিনিময় বা ব্রেইন স্টর্মিং নাকি বিরল।

দ্বিতীয়তঃ খন্ডিত নজরুলের চর্চা-রোগ যেখানে প্রকট, সেখানে আড়ালে বা কিছুটা রেখে ঢেকে হলেও নজরুল-বিরোধীতা থাকবে তা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। তবে গত কয়েক বছরের সংগৃহীত অভিজ্ঞতা ও নজরুল চর্চা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ, পরিচয় ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে নজরুল চর্চাকারীদের মধ্যে এক দুঃখজনক অনৈক্য বা বিভেদ বিরাজ করছে। এটা নিছক অনৈক্য বা দূরত্বের চেয়ে আরো অনেক গভীর। কিছু কিছু নিষ্ঠ, যথার্থ ও প্রবীণ নজরুল সাধককে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। নজরুল চর্চাকারীদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করাটা বেশ প্রচলিত মনে হলো। চুরুলিয়ায় নজরুলকে নিয়ে নজরুলের বৃহত্তর আত্মীয় মহলে যে দ্বন্দ্ব-কোন্দল-রাজনীতি, তার সমান্তরালে নজরুল চর্চাকারীদের মধ্যেও এক ধরণের কোন্দল রয়েছে। এমন নজরুল শিল্পীরা নাকি রয়েছেন যারা অন্য আর বিশেষ কিছু শিল্পী যেখানে উপস্থিত থাকেন, সেখানে তারা এক

আসরে আসতে বা বসতে নারাজ। এ ধরণের মন মানসিকতার প্রেক্ষাপটে নজরুল চর্চার যথার্থ পরিবেশ ব্যাহত হতে বাধ্য। নজরুলকে নিয়ে যারা খুব একটা ভাবেন না, অথবা তার ব্যাপারে কিছুটা এলার্জিক ভাব আছে, তাদের ব্যাপারে আর কি বলবো। তবে নজরুল চর্চাকারীদের ব্যাপারে বলতেই হচ্ছে। আমার মনে হয় যে নজরুল যেমন মুক্ত আকাশের মত উদার ও বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, নজরুল চর্চাকারীদের অনেকেই তার সাথে আত্মার সেই যোগসূত্রের সন্ধান এখনো পাননি বা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

এ সত্যটি আমাদের স্বীকার ও উপলব্ধি করতে হবে যে, নজরুলের মত বিশ্বমুখী, স্বাধীনতাকামী, মানবতার জয়গানকারী, মরমী কবি ও শিল্পীকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা তো অনেক বৃহত্তর কাজ। সে কাজের জন্য এক ধরণের বিশ্বমুখী, উদার ও প্রগতিশীল মন-মানসিকতা যথার্থ নজরুল চর্চার জন্য সবিশেষ প্রয়োজন।

এ সবের আলোকে প্রফেসর ইসলামের আয়োজিত সমাবেশে আমাকে একটি মন্তব্য করতে হলো, যার সারাংশ মোটামুটি এরকমঃ

> *আমাদের উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে আমরা সবাই পরিচিত। এ সম্পর্কের উন্নয়নের ব্যাপারে নজরুল আজীবন ভেবেছেন, বলেছেন, লিখেছেন। ১৯২৯ সালে কোলকাতার আলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাকে দেয়া সম্মিলিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেনঃ ''আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'' হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে হ্যান্ডশেক করানোর লক্ষ্য তো অনেক বড় ও মহৎ লক্ষ্য। আমাদের সবারই আকাংখা হোক যে নজরুলের এ মহৎ লক্ষ্য ও উদ্যোগ-প্রয়াস আমরা যেন বিস্মৃত না হই। তবে হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে হ্যান্ডশেক করানোর মত বৃহত্তর কোন কিছু অর্জন করার আগে আমাদের মনে হয় চেষ্টা করতে হবে নজরুল চর্চাকারী - বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিল্পী, অনুরাগী - দের মাঝে হ্যান্ডশেক করানো।*

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যারা নিজেদের নজরুল অনুরাগী হিসেবে গণ্য করি, তারা যদি এগিয়ে আসি ঐক্যবদ্ধ 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' ও সম্মিলিত প্রয়াসে, তাহলে নজরুলকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানোর প্রকল্প প্রত্যয় ও সৃজনশীলতার সাথে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলবে এবং ত্বরান্বিত হবে।

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের একজন অধ্যাপক। ই-মেইলঃ farooqm@globalwebpost.com]

Personal Homepage: *http://www.globalwebpost.com/farooqm*
Kazi Nazrul islam Page: *http://www.nazrul.org*